ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বিধি-২০২৩

পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি-২০২৩
(সংশোধন-২০২৫)

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২৩১

www.iau.edu.bd

খ. ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহের পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধি-২০২৩ (সংশোধন-২০২৫)

(১) পরীক্ষা অনুষ্ঠান

ক) প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের শেষে কোর্সসমূহ/পার্টসমূহের জন্য একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ফাজিল স্নাতক (পাস) কোর্সের পরীক্ষার সময় হবে ৩ (তিন) ঘণ্টা। ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের পরীক্ষার সময় হবে ৪ (চার) ঘণ্টা। পরীক্ষার উত্তরপত্র লেখার ভাষা হবে বাংলা/আরবি/ইংরেজি/কোর্স সংশ্লিষ্ট ভাষা।

খ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত নিয়মাবলি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি মারফত/বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

গ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কমিটি গঠন করবেন এবং তা একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন। ভাইস-চ্যান্সেলর জরুরি ক্ষেত্রে যে কোনো পরীক্ষা কমিটি গঠন, পরীক্ষক তালিকা প্রণয়ন ও পরিবর্তন করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে একাডেমিক কাউন্সিলকে অবহিত করবেন।

(২) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-এর দায়িত্ব:

ক) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আইন এর ধারা-১৬ অনুযায়ী পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্ন, উত্তরপত্র, OMR ফরম, সার্টিফিকেট, মার্কশীট, টেবুলেশন শীটসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র সংরক্ষণ করবেন। সকল পরীক্ষার সময়সূচি প্রস্তুত এবং প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োগদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়োগপত্র ইস্যু করবেন।

খ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির সভাপতি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রশ্নের পান্ডুলিপি জমা দেয়ার তারিখ নির্ধারণ করবেন। প্রশ্নপ্রণেতাগণ কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নের পান্ডুলিপি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট না পৌঁছালে সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির সভাপতির পরামর্শক্রমে সংরক্ষিত তালিকা হতে ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন প্রশ্নপ্রণেতা নিয়োগ করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রশ্ন প্রণেতাগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত সীলগালাকৃত প্রশ্নের পান্ডুলিপি পরীক্ষা কমিটির সভাপতির নিকট প্রশ্নপত্র মডারেশনের তারিখে হস্তান্তর করবেন।

গ) যে-সকল পরীক্ষার উত্তরপত্র একক পরীক্ষক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে সে-সকল পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক প্যানেল থেকে ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ করবেন।

ঘ) পরীক্ষক হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং সেই স্তরে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ঙ) পরীক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

চ) যে-সকল পরীক্ষার উত্তরপত্র ১ম ও ২য় পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা হবে, সে-সকল পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষক প্যানেল অনুযায়ী ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় সংখ্যক ১ম পরীক্ষক ও ২য় পরীক্ষক নিয়োগ করবেন।

ছ) যে-সকল উত্তরপত্রে ১ম ও ২য় পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরপত্রে নম্বরের পার্থক্য ২০% বা ততোধিক হবে, সেক্ষেত্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তৃতীয় পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রের নম্বরপত্র নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ করবেন।

জ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে-সকল পরীক্ষক উত্তরপত্র গ্রহণ করবে না, সেক্ষেত্রে দ্রুত ফলাফল প্রকাশের স্বার্থে অনুপস্থিত পরীক্ষকের পরিবর্তে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে তাৎক্ষণিক পরীক্ষক নিয়োগ করে উত্তরপত্র বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঝ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা কমিটির সভাপতির নিকট থেকে মডারেশনকৃত প্রশ্নের পান্ডুলিপি গ্রহণ করে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস/বিজি প্রেসে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং মুদ্রিত প্রশ্ন সঠিক সময়ে নির্ধারিত কেন্দ্রের সুপারভাইজিং অফিসার/জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনারের নিকট হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঞ) পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যথাসময়ে অলিখিত মূল উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র ও প্রয়োজনীয় মালামাল পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন।

ট) ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফরম পূরণ ও পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঠ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রতি বিষয়/কোর্সের পরীক্ষা শেষ হওয়ার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উত্তরপত্র পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ড) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার পরীক্ষকগণের নিকট হতে OMR/নম্বরপত্র পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ফল প্রকাশের পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিধি মোতাবেক পরীক্ষার্থীদের টেবুলেশন শীট, নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন। মূল সনদপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কাছে হস্তান্তর করবেন। প্রয়োজনে পরীক্ষার্থীদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সাময়িক সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মূল সনদ গ্রহণের সময় অবশ্যই সাময়িক সনদ ফেরত দিতে হবে।

ঢ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ফলাফল প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ণ) ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে।

ত) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান করবেন।

(৩) পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ কমিটি ও কেন্দ্র স্থাপন:

৩.১ পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ কমিটি:

ফাজিল ও কামিল মাদরাসাসমূহে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণের বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকবে:

ক)	ভাইস চ্যান্সেলর	সভাপতি
খ)	প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (সকল)	সদস্য
গ)	ডিন (সকল)	সদস্য
ঘ)	রেজিস্ট্রার	সদস্য
ঙ)	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	সদস্য সচিব
চ)	অধিভুক্ত কামিল মাদরাসার ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হবেন)	সদস্য
ছ)	অধিভুক্ত ফাজিল মাদরাসার ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হবেন)	সদস্য
জ)	মাদরাসা পরিদর্শক	সদস্য

৩.২ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন:

ক) ফাজিল বা কামিল মাদরাসা পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবে।

খ) পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস পূর্বে মাদরাসার অধ্যক্ষকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। জেলা শহরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকের সুপারিশসহ উক্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর জমা দিতে হবে।

গ) পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে ১০০ (একশত) জন নিয়মিত পরীক্ষার্থী এবং মহিলা মাদরাসার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) জন নিয়মিত পরীক্ষার্থী থাকতে হবে। তবে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ কমিটি বিশেষ বিবেচনায় যে কোনো কেন্দ্র অনুমোদন দিতে পারবেন।

ঘ) জেলা শহরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরীক্ষা কেন্দ্রের আইন শৃঙ্খলাসহ সার্বিক বিষয় তদারকি করবেন।

ঙ) জেলা শহরের ক্ষেত্রে জেলা ট্রেজারি এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা ট্রেজারি এবং ট্রেজারির দায়িত্ব পালন করে এরূপ থানায় অথবা ব্যাংকে প্রশ্নপত্রসহ সকল গোপনীয় কাগজপত্র সংরক্ষিত থাকবে। এ মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অঙ্গীকারপত্র কেন্দ্রের জন্য আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

চ) কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) মাদরাসার নিজস্ব কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে।

জ) নতুন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক গঠিত ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি মাদরাসাটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ঝ) মাদরাসা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং সরেজমিন পরিদর্শন কমিটির প্রতিবেদন পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারন কমিটির সভায় উপস্থাপন পূর্বক পরীক্ষা কেন্দ্র দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ঞ) পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে আদায়কৃত কেন্দ্র ফি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হবে। কেন্দ্র ফি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩.৩ পরীক্ষা কেন্দ্র তালিকা প্রণয়ন

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রতিটি পরীক্ষার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করবেন। কেন্দ্র তালিকায় ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যে কোনো পরিবর্তন করতে পারবেন।

৩.৪ পরীক্ষা কেন্দ্রের অনিয়মের কারণে কেন্দ্র পর্যবেক্ষক কর্তৃক কোনো অভিযোগ থাকলে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরে তালিকা থেকে উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হবে। কোনো মাদরাসার কেন্দ্র যে বছর বাতিল হবে পরবর্তীতে অন্ততঃপক্ষে দুই বছরের মধ্যে উক্ত স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না।

(৪) পরীক্ষা কমিটি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন

৪.১. পরীক্ষা কমিটি

ক) ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত বিষয়/বিভাগে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের জন্য এক বা একাধিক পরীক্ষা কমিটি থাকবে। সংশ্লিষ্ট ডিনের সুপারিশক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কমিটি প্রস্তুত করবেন এবং একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। ভাইস-চ্যান্সেলর জরুরি অবস্থায় যে কোনো পরীক্ষা কমিটি গঠন ও পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে পরবর্তীতে এটি একাডেমিক কাউন্সিলকে অবহিত করতে হবে।

খ) ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষা কমিটির সদস্য হবে ০৫ (পাঁচ) জন। ০৫ (পাঁচ) জনের মধ্যে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ০২ (দুই) জন এবং মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ০৩ (তিন) জন।

গ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) শ্রেণির জন্য প্রতিটি বর্ষের, কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট ১টি পরীক্ষা কমিটি থাকবে। ৫ (পাঁচ) জনের মধ্যে ০২ (দুই) জন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ০৩ (তিন) জন ফাজিল অনার্স ও কামিল মাস্টার্স মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক।

ঘ) পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হবেন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/মাদরাসার অধ্যক্ষ/অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপকগণের মধ্য হতে একজন। কোনো কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে সে ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সদস্যগণের মধ্য হতে সিনিয়র সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করবে।

৪.২. প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন

ক) পরীক্ষা কমিটি প্রশ্নপত্র মডারেশন করবেন।

খ) পরীক্ষা কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ (তিন) জন প্রশ্নপত্র প্রণেতা নির্ধারণ করবেন। অতঃপর কমিটির সভাপতি মডারেশনকৃত প্রশ্নপত্রের পান্ডুলিপি সিলগালা অবস্থায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-এর নিকট হস্তান্তর করবেন। কোনো অবস্থাতেই প্রশ্ন প্রণেতাগণ প্রশ্নপত্রের পান্ডুলিপি বা তার অংশবিশেষ নিজের নিকট সংরক্ষণ করতে পারবেন না। ৩ (তিন) সেট প্রশ্নপত্র মডারেশন করতে হবে এবং এর মধ্য হতে পরীক্ষার জন্য চূড়ান্তভাবে ১ (এক) সেট পান্ডুলিপি তৈরি করতে হবে।

গ) কোনো শিক্ষকের নিম্নবর্ণিত নিকট-আত্মীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে সেই শিক্ষক ঐ পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে জড়িত থাকতে পারবে না। বিষয়টি তিনি পরীক্ষা কমিটিকে অবহিত করবেন।
নিকট আত্মীয়ের বিবরণ: স্বামী/স্ত্রী, ভাই/বোন, পুত্র/কন্যা, জামাতা/পুত্রবধু/পিতা/মাতা/ভাই-বোনের স্বামী/স্ত্রী অথবা পুত্র/কন্যা, স্বামী-স্ত্রীর ভাই বা বোন। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার সাজেশন দিতে পারবেন না।

ঘ) ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষকগণের তালিকা প্রণয়ন করবেন।

ঙ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব, কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পর্যায়ের পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক ১ম ও ২য় পরীক্ষকের তালিকা থাকবে এবং ফাজিল স্নাতক (পাস) কোর্সের পরীক্ষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক ১ (এক) জন পরীক্ষক থাকবে। প্রতি পরীক্ষককে ফাজিল (স্নাতক) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৩০০ (তিনশত) উত্তরপত্র দেয়া যাবে। অনার্স, মাস্টার্স ও কামিল স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় একজন পরীক্ষককে সর্বোচ্চ ২৫০টি উত্তরপত্র দেয়া যাবে।

চ) একক পরীক্ষক বিশিষ্ট পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের জন্য এক বা একাধিক প্রধান পরীক্ষক থাকবে। একজন প্রধান পরীক্ষকের আওতাধীন একাধিক পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে। প্রধান পরীক্ষক তার আওতাধীন সকল পরীক্ষকের উত্তরপত্র নিরীক্ষণ করিয়ে OMR/নম্বরপত্রগুলো আইসিটি শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর বরাবর জমা দেবেন।

ছ) G.P.A/C.G.P.A পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হবে।

(৫) পরীক্ষা পরিচালনায় জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) জেলা প্রশাসক নিজ নিজ জেলার পরীক্ষা কেন্দ্রে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান করবেন। জেলা প্রশাসক পরীক্ষা পরিচালনার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে তার প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা/নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে পারবেন। উক্ত প্রতিনিধি পরীক্ষা কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক সক্রিয় দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত প্রতিনিধি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে প্রশ্নপত্রের ট্রাংকসহ অন্যান্য মালামাল গ্রহণ করবেন এবং তা সংরক্ষণ করবেন।

গ) জেলা প্রশাসক তার জেলার সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রশ্নপত্রের জিম্মাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখে সঠিক সময়ে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন।

ঘ) জেলা প্রশাসক তার জেলার সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন।

(৬) পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

৬.১ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলতে কেন্দ্রস্থ অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে বুঝাবে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপক/সমমান পদের নিচে নয়) সমন্বয়ে ১ (এক) টি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে এ কমিটি বিধি মোতাবেক পরীক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ তদারকি ও সম্পাদন করবেন।

৬.২ পরীক্ষা কমিটি ট্রেজারি/থানা/ব্যাংকে সংরক্ষিত প্রশ্নপত্র পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে যাচাই-বাছাই করে দেখবেন। ট্রেজারি বা থানা লকারে প্রশ্নপত্র পৌছানোর পর জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের প্যাকেট ও সংখ্যা ঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত করবেন। কোনো গরমিল পরিলক্ষিত হলে জরুরি ভিত্তিতে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বিষয়টি অবহিত করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.৩ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাদরাসায় ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে পরীক্ষার সময়সূচি পরীক্ষা কেন্দ্রের কোনো প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা সেভাবেই প্রদর্শিত হবে।

৬.৪ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচির কোনো পরিবর্তন করলে তা তাৎক্ষণিক পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.৫ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত করবেন, যেন প্রত্যেক পরীক্ষার্থী স্বাচ্ছন্দ্যে পরীক্ষা দিতে পারে এবং কেউ কোনো অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ না পায়। **ছাত্রীদের জন্য অবশ্যই আলাদা কক্ষে আসন বিন্যাস করতে হবে।**

৬.৬ প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সামনের ডেস্কের উপর তার প্রবেশপত্রে উল্লেখিত রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর কাগজে লিখে আঠা দ্বারা লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৭ পরীক্ষার হলের আসন বিন্যাস প্রত্যেক পরীক্ষার্থীদের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে রাখতে হবে এবং তার অনুলিপি সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.৮ সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কক্ষে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.৯ অসুস্থ পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট আসনে বসে পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হলে নিবন্ধনকৃত ডাক্তারের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে Sick-Bed এ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১০ পরীক্ষার্থীর জন্য কোনো অবস্থাতেই অনুমোদিত পরীক্ষার কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো কেন্দ্রে বা অন্য কোনো স্থানে যেমন মানসিক হাসপাতাল বা ক্লিনিকে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যাবে না।

৬.১১ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের স্বার্থে প্রতি কক্ষে প্রতি ২০ (বিশ) জন পরীক্ষার্থীর জন্য ১ (এক) জন প্রত্যবেক্ষক নিয়োগ করতে হবে। কোনো কক্ষে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ (বিশ) জনের কম হলেও উক্ত কক্ষে একাধিক প্রত্যবেক্ষক নিয়োগ করবে। কোনো কক্ষে একজন প্রত্যবেক্ষক দেয়া যাবে না।

৬.১২ যে বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই বিষয়ের শিক্ষক কক্ষ পরিদর্শক হতে পারবেন না।

৬.১৩ যে স্তরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই স্তরের শিক্ষক প্রত্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। সেই স্তরের শিক্ষক পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকলে কেন্দ্র সচিব প্রয়োজনে অন্য স্তরের শিক্ষককে প্রত্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দিতে পারবেন। তবে প্রভাষকের নীচে নয়।

৬.১৪ পরীক্ষার হল থেকে উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র যেন বাইরে পাচার হতে না পারে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যবেক্ষকগণকে নির্দেশ দেবেন।

৬.১৫ পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি যেন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে না পারে, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সে বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

৬.১৬ প্রত্যবেক্ষক কর্তৃক রিপোর্টকৃত অসুদপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৬.১৭ প্রতিদিন পরীক্ষা শেষে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনাবলি মোতাবেক টপশীট, উত্তরপত্র, OMR সিলগালা অবস্থায় প্যাকেটে বীমাকৃত ডাকযোগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরারব প্রেরণ করতে হবে। পরীক্ষা শেষে কোনো কারণে প্রেরণে ব্যর্থ হলে উত্তরপত্র ট্রেজারি বা থানা লকারে নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে। পরের দিন উত্তরপত্র প্রেরণের সময় ট্রেজারি বা থানা/ ব্যাংক লকারে সংরক্ষণের প্রমাণসহ প্রেরণ করতে হবে।

৬.১৮ পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাক্ষরলিপি, বিষয় কোড ভিত্তিক অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা, বহিষ্কার তালিকাসহ অন্যান্য উপকরণাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত/জমা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.১৯ পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী যেদিন যে পরীক্ষা থাকবে, কেবলমাত্র সেদিনের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্র নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ ট্রেজারি/ব্যাংক/থানা হতে কেন্দ্রে আনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২০ ট্রাংক হতে পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী প্রশ্নপত্র বের করে নেওয়ার পর প্রশ্নপত্রের সঠিক সংখ্যা ও প্যাকেট যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে। প্রশ্নপত্র নেয়ার পর ট্রাংক আবার যথাযথভাবে সিলগালা করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২১ কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র আনার পর প্রশ্নপত্রের সঠিক সংখ্যা ও প্যাকেট আনা হয়েছে কি না পুনরায় তা যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হতে হবে।

৬.২২ প্রতিদিন পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) মিনিট পূর্বে পরীক্ষা কমিটির ২ জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রশ্নপত্রের প্যাকেটের উপর তাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে প্রশ্নপত্রের প্যাকেটে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলবে। প্রতিটি পরীক্ষা কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্নপত্র বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.২৩ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট থানার সাথে যোগাযোগ করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োজিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে থানায় সোপর্দসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৭) উত্তরপত্র প্যাকিং, **OMR** প্যাকেট, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি প্রেরণ, ফেরত ও অন্যান্য:

ক. উত্তরপত্র প্যাকিং ও প্রেরণ

১. পরীক্ষার উত্তরপত্র ও OMR পরীক্ষা শেষে বিভাগ, বিষয়, পত্র, গ্রুপ ও নতুন/পুরাতন পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে বাছাই করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রোল নম্বর, ক্রমিক অনুসারে সাজিয়ে প্যাকেট করতে হবে। একই দিনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগ, বিষয়, পত্র, গ্রুপ ও নতুন/পুরাতন পাঠ্যসূচির উত্তরপত্র যাতে একই প্যাকেটে পাঠানো না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২. প্রত্যেক প্যাকেটে ৫০টি করে উত্তরপত্র থাকবে। যদি ৭০ টি হয় তবে ২০ টির জন্য পৃথক প্যাকেট করতে হবে। কোনোক্রমেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না।

৩. উত্তরপত্রের প্যাকেট প্রোগ্রামভিত্তিক নির্ধারিত রঙের কাপড়ের প্যাকেট করে সীলগালা করে পাঠাতে হবে।

৪. ০৪ (চার) কপি টপশীট স্পষ্টাক্ষরে তৈরি করে ১ম কপি OMR প্যাকেটের ভিতরে ও ২য় কপি OMR প্যাকেটের উপরে সেঁটে দিতে হবে, ৩য় কপি হিসেব বিবরণীর সঙ্গে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবরে পাঠাতে হবে এবং ৪র্থ কপি অফিস কপি হিসেবে কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে। টপশীটে লিখিত তথ্যসমূহ অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।

৫. প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত পরীক্ষার নাম, বছর, বিষয় ও তার শিরোনাম টপশীটে সঠিকভাবে লিখতে হবে।

৬. টপশীটে পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর ও সংখ্যা, অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর ও সংখ্যা, বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও সংখ্যা এবং উত্তরপত্রের সংখ্যা অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।

৭. পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে যাওয়া পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বরের টপশীটে বন্ধনীর মধ্যে কেন্দ্র পরিবর্তন লিখতে হবে।

৮. কেন্দ্র পরিবর্তন করে আগত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র কেন্দ্রওয়ারি পৃথক পৃথক প্যাকেটে পাঠাতে হবে এবং প্রবেশপত্রে লেখা কেন্দ্রের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর টপশীটে উল্লেখ করতে হবে। প্যাকেটের উপরে **'কেন্দ্র পরিবর্তন'** কথাটি লিখতে হবে।

৯. বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী যে দিন বহিষ্কার হবে সে দিনের টপশীটে বহিষ্কৃতের ঘরে তার রেজিস্ট্রেশন/রোল নম্বর লিখতে হবে।

১০. প্যাকেট তৈরির সময় এই মর্মে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন এক প্যাকেটের টপশীট অন্য প্যাকেটে লাগানো না হয়। কারণ এতে জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব হয়।

১১. উত্তরপত্র-সম্বলিত বাক্স/বস্তা বীমাকৃত জরুরি রেলওয়ে পার্সেলযোগে অথবা ৩০০/- (তিনশত) টাকার ডাকবীমা পার্সেলযোগে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবর পাঠাতে হবে। ১০ (দশ) কেজির কম ওজনের প্যাকেট অগ্রিম মাশুল দিয়ে অবশ্যই ডাক বীমাকত পার্সেলে পাঠাতে হবে। রেলওয়ে বা ডাকযোগে পাঠানো সম্ভব না হলে পুলিশ প্রহরাধীনে বিশেষ বাহক মারফত উত্তরপত্র পৌঁছাতে হবে।

১২. যেভাবেই উত্তরপত্রের প্যাকেট পাঠানো হোক না কেন, তার উপরে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ঠিকানা এবং প্রেরকের ঠিকানা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু লেখা যাবে না। ডাকযোগে প্রাপকের ঠিকানা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর কর্তৃক জানানো হবে।

১৩. OMR পৃথকভাবে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে উত্তরপত্র প্রেরণের দিনই পাঠাতে হবে।

১৪. বহিষ্কৃত/অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র, দুষণীয় কাগজ ও প্রবেশপত্র প্রত্যবেক্ষকের রিপোর্টসহ গোপনীয় প্রতিবেদন পূরণ করে পৃথকভাবে ডাকবীমা পার্সেলযোগে পরীক্ষার দিনই পাঠাতে হবে।

১৫. বহিষ্কৃত/অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র আলাদা পাঠাতে হবে, কোনোক্রমেই সাধারণ প্যাকেটে পাঠানো যাবে না।

খ. পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত পাঠানো

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।

১. অব্যবহৃত মূল উত্তরপত্র ও অতিরিক্ত উত্তরপত্রের হিসাব বিবরণী;
২. সমস্ত উদ্বৃত্ত প্রশ্নপত্র;
৩. লগবই, ত্রিকোণমিতি টেবল, গ্রাফ কাগজ, ড্রইং কাগজ ইত্যাদি;
৪. পরীক্ষার স্বাক্ষরলিপি; তবে স্বাক্ষরলিপির ১ সেট ফটোকপি অবশ্যই কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
৫. অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা;
৬. বহিষ্কৃত/অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের তালিকা ৪ (চার) কপি;
৭. রোগশয্যায় (Sick bed) পরীক্ষাদানকারী ছাত্র/ছাত্রীর মেডিকেল সার্টিফিকেট;
৮. প্রত্যবেক্ষকদের পদবিসহ স্বাক্ষরযুক্ত হল পরিদর্শকের তালিকা:
৯. ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে আনয়নকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা এবং তাতে সংরক্ষণকারী কর্মকর্তার সার্টিফিকেট;
১০. পরীক্ষা কমিটির তালিকা;
১১. প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট।

গ. উত্তরপত্র এবং OMR (পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর পাঠানোর ক্ষেত্রে) প্যাকেট করতে যেসব রঙের কাপড় ব্যবহার করতে হবে:

১. ফাজিল স্নাতক (পাস)-এর উত্তরপত্র এবং OMR গুলো সাদা খাকি কাপড়;
২. ফাজিল স্নাতক (অনার্স)-এর উত্তরপত্র এবং OMR গুলো লাল কাপড়;
৩. কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্বের উত্তরপত্র এবং OMR গুলো হলুদ কাপড়;
৪. কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং OMR গুলো সবুজ কাপড়।

(৮) পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ টিমের করণীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষ সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বা আরবি বিষয়ের শিক্ষক/ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও অধিভুক্ত মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/মুহাদ্দিস/মুফাসসির/ফকিহ/আদিব (সহকারী অধ্যাপকের নিচে নয়) সমন্বয়ে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করে নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহে পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করতে পারবেন। এ টিমের সদস্যগণকে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে:

৮.১. পর্যবেক্ষণ টিমে ০২-এর অধিক ব্যক্তি থাকতে পারবেন না।

৮.২. তালিকাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ ও আসবাবপত্র এবং বিধিসম্মত আসন অর্থাৎ ০৬ ফিট বিশিষ্ট টেবিলে ০২ জন এবং এর কম হলে ০১ জনের আসন বিন্যাস নিশ্চিত করা। **ছাত্রীদের জন্য অবশ্যই আলাদা কক্ষে আসন বিন্যাস নিশ্চিত করা।** আসন বিন্যাস হবে **X** পদ্ধতিতে।

৮.৩. পরীক্ষার গোপনীয় কাগজপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।

৮.৪. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ইনভিজিলেশনের মান ও পরীক্ষার সার্বিক পরিবেশ থাকতে হবে।

৮.৫. স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা এবং প্রত্যবেক্ষকদের দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতা নিশ্চিত করা।

৮.৬. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল বা কোনো অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা এবং তা প্রতিরোধে কেন্দ্রের ভূমিকা নিশ্চিত করা।

৮.৭. পরীক্ষা কেন্দ্রে বহিরাগতদের প্রবেশ রোধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৮.৮. পরীক্ষা পর্যবেক্ষণকালে অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থী সনাক্ত করা হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল হতে বহিষ্কারসহ অভ্যন্তরীণ প্রত্যবেক্ষক/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করে বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং এ ধরনের পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর লিপিবদ্ধ করে প্রতিবেদনের সঙ্গে জমা দেবেন। যদি কোনো অভ্যন্তরীণ প্রত্যবেক্ষক/কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, তবে সেক্ষেত্রে বিষয়টি লিখিতভাবে পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি প্রতিবেদনের সঙ্গে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করবেন।

৮.৯. ঝুঁকিপূর্ণ যে কোনো পরীক্ষার কেন্দ্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক একাধিক পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ টিম প্রেরণ করতে পারবেন।

৮.১০. অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীগণকে তাৎক্ষণিক পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা হলে যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা থাকে, তা হলে বিষয়টি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন এবং অসদুপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর অসদুপায় অবলম্বনের ধরন বর্ণনাপূর্বক তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট গোপনীয় প্রতিবেদনের সঙ্গে দাখিল করবেন।

৮.১১. কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে প্রত্যেক পরিদর্শনকারী নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না, কক্ষ পরিদর্শকের ভূমিকা, পরীক্ষা চলাকালীন স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা, পরীক্ষার হলে আসন বিন্যাস, পরীক্ষা কেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত, পরীক্ষা চলাকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে স্বাক্ষরসহ পরিদর্শন পরবর্তী তিন কর্ম দিবসের মধ্যে গোপনীয় খামে একটি প্রতিবেদন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করবেন।

৮.১২. পর্যবেক্ষক টিম পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ (এক) ঘণ্টা পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হবেন।

(৯) প্রত্যবেক্ষকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৯.১. কেন্দ্রের আওতাধীন মাদরাসাসমূহের শিক্ষকগণই ইনভিজিলেশনের দায়িত্ব পালন করবেন।

৯.২. পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টা পূর্বে প্রত্যবেক্ষকগণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করবেন। অনিবার্য কারণে কোনো প্রত্যবেক্ষক দায়িত্ব পালনের অসমর্থ হলে ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টা পূর্বেই তাকে স্বীয় অপারগতার কথা লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে।

৯.৩. প্রত্যবেক্ষকগণ পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার অন্তত ৩০ (ত্রিশ) মিনিট আগে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হয়ে যথাসময়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তরপত্র বিতরণ করবেন। কোনো উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র যেন বাইরে যেতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন অন্যথায় তিনি দায়ী থাকবেন।

৯.৪. কোনো প্রত্যবেক্ষক কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে পরীক্ষার হল ত্যাগ করতে পারবেন না।

৯.৫. পরীক্ষার হলে আসন বিন্যাস অনুসারে পরীক্ষার্থীরা আসন গ্রহণ করেছে কি না, প্রত্যবেক্ষকগণ তা নিশ্চিত করবেন।

৯.৬. প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড অনুসারে পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্রের OMR অংশে পরীক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর/রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড, প্রশ্ন কোড নম্বর নির্ভুলভাবে লিখেছে কি না, নির্দিষ্ট বৃত্ত ভরাট করেছে কি না এবং উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় পরীক্ষার নাম, বিষয়ের নাম/পত্র শিরোনাম, বিষয় কোড, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ সঠিকভাবে লিখেছে কি না তা পরীক্ষার প্রথম ঘণ্টাতেই যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রত্যবেক্ষক মূল উত্তরপত্রের OMR অংশে স্বাক্ষর করবেন। অতিরিক্ত উত্তরপত্রে কর্তব্যরত প্রত্যবেক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।

৯.৭. প্রতিদিন পরীক্ষা চলাকালীন **হাজিরাপত্রে (কালার কপি)** পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক প্রত্যবেক্ষকগণ তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন। কোনো পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে বিষয়, বিষয় কোড উল্লেখপূর্বক 'অনুপস্থিত' শব্দটি লিখে প্রত্যবেক্ষক স্বাক্ষর করবেন। কোনো পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র জমা না দিয়ে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করলে উপস্থিতি পত্রে সে মর্মে মন্তব্য লিখে অনুস্বাক্ষর করবেন এবং বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিষয়টি রিপোর্ট আকারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।

৯.৮. **প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড (কালার কপি) ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে কোনোভাবেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া যাবে না।** ফরম ফিলাপ এবং প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে পরীক্ষার ফল বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এজন্য কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৯. পরীক্ষার হলে কোনো পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করলে প্রত্যবেক্ষকগণ তার উত্তরপত্র, প্রবেশপত্র ও দূষণীয় কাগজ বা অন্যান্য আলামত কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিত রিপোর্টসহ দাখিল করবেন এবং পরীক্ষার্থী যে আলামত হতে নকল করেছে, তা উত্তরপত্রের সাথে সংযুক্ত করে বা ছবি তুলে লাল কালি দ্বারা নকল করা অংশ চিহ্নিত করে দেবেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যবেক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত গোপনীয় প্রতিবেদন ছক পূরণ করে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রসহ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দেবেন। গোপনীয় প্রতিবেদন ছক পূরণ না করে প্রত্যবেক্ষক পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ করতে পারবেন না।

৯.১০. পরীক্ষার্থীদের থেকে সমুদয় উত্তরপত্র জমা নেয়ার পর প্রত্যবেক্ষকগণ তাদের কক্ষ ত্যাগ করবেন। সকল উত্তরপত্র জমা দিয়েছে কি না প্রত্যবেক্ষকগণ তা নিশ্চিত করবেন।

৯.১১. পরীক্ষা শেষে প্রত্যবেক্ষকগণ পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে উত্তরপত্র সংগ্রহ করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে উত্তরপত্র এবং OMR কেন্দ্রের পরীক্ষা কমিটির নিকট বুঝিয়ে দিয়ে কেন্দ্র ত্যাগ করতে পারবেন।

৯.১২. প্রত্যবেক্ষকগণের দায়িত্বে অবহেলা, পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ কিংবা অন্যান্য সহায়তা প্রমাণিত হলে আজীবনের জন্য প্রত্যবেক্ষকের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়া হবে কিংবা অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ টিমের সুপারিশ মোতাবেক ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯.১৩. প্রত্যবেক্ষকগণ কোনো অবস্থাতেই মোবাইল/ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ ও ব্যবহার করতে পারবেন না।

(১০) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা

১০.১. পরীক্ষার্থীকে একাডেমিক বিধিতে আরোপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তাবলি পূরণ করতে হবে। একজন পরীক্ষার্থী বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কোর্সের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে মর্মে মাদরাসার অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

১০.২. সকল পরীক্ষার্থীকে ন্যূনতম ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে। তবে বিশেষ কারণে ৬০% হতে ৭৪% ক্লাসে উপস্থিত পরীক্ষার্থীকে জরিমানা গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

১০.৩. নাম রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১০.৪. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নির্ধারিত ফি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মাদরাসার অধ্যক্ষের দপ্তরে জমা দিতে হবে। মাদরাসার অধ্যক্ষ শিক্ষার্থী কর্তৃক পূরণকৃত ফরম যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক পূর্ব নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন। অতঃপর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যথাসময়ে প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদান করবেন। রেজিস্ট্রেশন কার্ডে কোনো প্রকার অসংগতি/অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে কোনো পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১০.৫. যদি কোনো পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত বিষয় পরিবর্তন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তবে তার ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০.৬. একটি কোর্সের নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রী অন্য কোনো কোর্সে একই সঙ্গে অধ্যয়ন করতে ও পরীক্ষা দিতে পারবেন না।

(১১) পরীক্ষার হলে প্রবেশ অধিকার

১১.১. পরীক্ষা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার হল খুলে দেয়া হবে। পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি যেন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যাপারে কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১.২. পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পরে কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। পরীক্ষার হলে বিলম্বে প্রবেশের জন্য পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত কোনো সময় দেয়া যাবে না।

১১.৩. নিয়মিত, অনিয়মিত, প্রাইভেট ও কেন্দ্র পরিবর্তনকারী পরীক্ষার্থীদেরকে প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ছবি দেখে সনাক্ত করতে হবে।

১১.৪. প্রয়োজনে পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করা যাবে।

(১২) পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনাবলি

১২.১. উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থী তার নিজের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবে না।

১২.২. পরীক্ষার্থীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে উত্তরপত্রের প্রত্যেক পাতার উভয় পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। মূল উত্তরপত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার হওয়ার পর প্রয়োজনে অতিরিক্ত উত্তরপত্র সরবরাহ করা যাবে এবং অতিরিক্ত উত্তরপত্র মূল উত্তরপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে। উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় পরীক্ষার্থী তার নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পরীক্ষা কোড, বিষয় কোড, প্রশ্ন কোড ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থানে লিখবে এবং OMR ফরমে নির্দিষ্ট বৃত্ত যথাযথভাবে কালো কালির বলপেন দ্বারা ভরাট করবে। অতিরিক্ত উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর মূল উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় নির্ধারিত স্থানে লিখে প্রত্যবেক্ষকের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। উত্তরপত্রের লিখিত নির্দেশনাবলি পরীক্ষার্থীকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

১২.৩. পরীক্ষার হলে উত্তরপত্র ব্যতীত অন্য কোনোরূপ কাগজ ব্যবহার করা যাবে না।

১২.৪. প্রশ্নের উত্তর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে লিখতে হবে।

১২.৫. পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর ১ (এক) ঘণ্টা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষের বাহিরে যেতে কিংবা পরীক্ষার কেন্দ্র ত্যাগ করতে পারবে না। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার এক ঘণ্টা পর পরীক্ষা কেন্দ্র ত্যাগ

করতে চাইলে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র প্রত্যবেক্ষকের নিকট জমা দিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে। কোনো পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন করলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

১২.৬. পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবে না। কারো নিকট মোবাইল কিংবা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস পাওয়া গেলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

(১৩) কারাবন্দি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ

নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষার্থীকে কারাবন্দি পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাবে।

১৩.১. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোনো মাদরাসায় অধ্যয়নরত অবস্থায় গ্রেফতার হলে;

১৩.২. কারাবন্দি পরীক্ষার্থীকে আদালতের পূর্বানুমতিপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করলে;

১৩.৩. কারাবন্দি থাকা অবস্থায় পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল শর্ত পূরণ করলে;

১৩.৪. কারাবন্দি পরীক্ষার্থী কারা অভ্যন্তরে তত্ত্বীয় ও মৌখিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে;

১৩.৫. পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনে নিকটবর্তী পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৩.৬. আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারা কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্র সচিব সুবিধাজনক স্থানে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

১৩.৭. কারাবন্দি পরীক্ষার্থী তার জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য কোনো জেলা কিংবা থানায় বন্দি অবস্থায় থাকলে সেক্ষেত্রে নিকটবর্তী জেলা/থানা সদরের পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কারাবন্দি ছাত্রের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। বিষয়টি পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।

১৩.৮. কারাবন্দি ছাত্রের টপশীট, উত্তরপত্র এবং OMR অন্যান্য পরীক্ষার্থীর সাথে একত্রে একই প্যাকেটে প্রেরণ করতে হবে।

(১৪) শ্রুতি লেখক নিয়োগ

স্থায়ী প্রতিবন্ধী, শারীরিক অসুস্থতা অথবা দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার কারণে লিখতে অক্ষম পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট প্রদান সাপেক্ষে একজন আলিম শ্রেণি বা তার নিচের শিক্ষার্থীকে শ্রুতি লেখক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে। এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি থাকতে হবে। শ্রুতি লেখকের সত্যায়িত ছবি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট মাদরাসার অধ্যক্ষের সুপারিশসহ আবেদন জমা দিতে হবে। শ্রুতি লেখক যে মাদরাসায় অধ্যয়ন করে ঐ মাদরাসার অধ্যক্ষের প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে। শ্রুতি লেখক পরীক্ষার প্রতি ঘন্টায় অতিরিক্ত ১০ মিনিট করে সময় পাবেন।

(১৫) প্রাইভেট পরীক্ষা

১৫.১ প্রাইভেট পরীক্ষা- ফাজিল স্নাতক (পাস)

ক) মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় আলিম/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী কোনো কারণে নিয়মিত পরীক্ষার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হলে ফাজিল স্নাতক বি.এ/বি.এস.এস/বি.বি.এস (পাস) পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ফাজিল স্নাতক (পাস) প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) ফাজিল স্নাতক বি.এস.সি (পাস) পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

গ) প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে সকল মাদরাসায় প্রাইভেট ভর্তির অনুমতি আছে ঐ সকল মাদরাসার মাধ্যমে যথাসময়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘ) সকল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সাথে একই সিলেবাস ও একই তারিখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ঙ) ব্যবহারিক বা মাঠকর্ম আছে এমন কোর্সে প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়া যাবে না।

চ) ফাজিল স্নাতক (পাস) প্রাইভেট পরীক্ষায় ৩য় বর্ষের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রচারিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তির শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পরবর্তী বছরেই কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

ছ) ফাজিল স্নাতক (পাস) প্রাইভেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব পরীক্ষার নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

জ) প্রাইভেট ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর।

১৫.২ প্রাইভেট পরীক্ষা- কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব

ক) ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় যে কোনো শাখা হতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী এবং ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পরীক্ষায় যে কোনো বিভাগ হতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদিস/তাফসির/ফিকহ/আদব বিভাগের ১ম পর্ব প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) একজন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোনোক্রমেই নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে কামিল (স্নাতকোত্তর) ২য় পর্ব পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

গ) কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্বের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর। ১ম ও ২য় পর্বের রেজিস্ট্রেশন ১ম পর্বে ভর্তির পরপরই সম্পন্ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ২য় পর্বের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ঘ) প্রাইভেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছুক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে-সকল মাদরাসার প্রাইভেট পরীক্ষার অনুমতি আছে ঐসকল মাদরাসার মাধ্যমে যথাসময়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) সকল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সাথে একই সিলেবাস ও একই তারিখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

চ) ফাজিল স্নাতক (পাস) প্রাইভেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীগণ কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব পরীক্ষার নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ছ) সরকারি/বেসরকারি, সামরিক/বেসামরিক, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রাইভেট পরীক্ষার সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(১৬) পরীক্ষকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য (ফাজিল অনার্স ও কামিল)

১৬.১ পরীক্ষকগণের করণীয়- ১ম ও ২য় পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে

ক) একজন পরীক্ষক সর্বাধিক ৩০০/২৫০-টি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। উত্তরপত্র প্রাপ্তির পর বিষয় কোড অনুযায়ী উত্তরপত্রের সংখ্যা মিলিয়ে নিতে হবে। কোনো প্রকার গরমিল পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করতে হবে।

খ) ১ম পরীক্ষককে উত্তরপত্র গ্রহণের সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সমুদয় উত্তরপত্র মূল্যায়নের পর উত্তরপত্রগুলো বীমাকৃত ডাকযোগে/হাতে হাতে ২য় পরীক্ষকের ঠিকানায় পৌছাতে হবে। ১ম পরীক্ষক তার উত্তরপত্রগুলো মূল্যায়নের পর ১ম পরীক্ষকের OMR অংশ ছিঁড়ে নম্বরপত্রসহ বীমাকৃত ডাকযোগে/হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন। উত্তরপত্রের ভিতরে ও কভার পৃষ্ঠায় কোনো নম্বর প্রদান করা, দাগ দেয়া ও স্বাক্ষর করা যাবে না।

গ) ২য় পরীক্ষক তাঁর উত্তরপত্রগুলো সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে মূল্যায়ন করে ২য় পরীক্ষকের OMR অংশ ছিঁড়ে, নম্বরপত্র এবং মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রগুলো বীমাকৃত ডাকযোগে/হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে পাঠাতে না পারলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে সম্মানী বিল থেকে কর্তন করা হবে। উত্তরপত্রের ভিতরে কভার পৃষ্ঠায় কোনো নম্বর প্রদান করা, দাগ দেয়া ও স্বাক্ষর করা যাবে না।

ঘ) উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষার্থী কর্তৃক কোনো অসদুপায় অবলম্বনের আলামত পাওয়া গেলে পরীক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করে সুস্পষ্ট প্রতিবেদনসহ তা সিলগালাকৃত খামে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট হাতে হাতে/বীমাকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করবেন।

ঙ) OMR, মূল উত্তরপত্র ও নম্বরপত্র প্রেরণের সময় করোগেটেড বক্স ও করোগেটেড বোর্ড দিয়ে পলিথিন ও মার্কিন কাপড় দ্বারা মুড়িয়ে সীলগালা করে প্যাকেটের উপর পরীক্ষার নাম, পরীক্ষক কোড, বিষয় কোড, বিষয়ের নাম ও উত্তরপত্রের সংখ্যা অবশ্যই লিখতে হবে।

চ) প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের পার্থক্য ২০% বা ততোধিক হলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক/পত্রভিত্তিক/কোর্সভিত্তিক তালিকা হতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তৃতীয় পরীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তৃতীয় পরীক্ষক উত্তরপত্র মূলায়ন শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাস্থানে প্রেরণ করবেন। এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬.২ ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষকগণের জন্য করণীয় (একজন পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে)

ক) বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তরপত্র প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তা মূল্যায়ন করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশনা মোতাবেক সীলগালা অবস্থায় বীমাকৃত ডাকযোগে সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষকের নিকট পৌঁছাতে হবে।

খ) পরীক্ষকগণ উত্তরপত্র গ্রহণের দিন বিষয় কোড অনুযায়ী প্যাকেটের সকল উত্তরপত্র মিলিয়ে নিবেন। কোনোরূপ গরমিল থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে তা অবহিত করবেন। উত্তরপত্র গ্রহণের পর ভুলক্রমে অন্য কোনো বিষয়ের কোনো উত্তরপত্র বান্ডিলের মধ্যে পেয়ে থাকলে জরুরি ভিত্তিতে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে অবহিত করে নির্দেশনা মোতাবেক করণীয় নির্ধারণ করবেন। উল্লেখ্য যে, একজন পরীক্ষক কোনো অবস্থাতেই অন্য বিষয় কোর্ডের/প্রত্রের/কোর্সের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারবেন না।

গ) পরীক্ষককে প্রথম উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর ০০১ হতে শুরু করতে হবে এবং উত্তরপত্রের সংখ্যানুযায়ী ধারাবাহিকভাবে প্রাপ্ত সকল উত্তরপত্রে নম্বর বসাতে হবে। সকল উত্তরপত্র পরীক্ষণ শেষে উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর, পরীক্ষক কোড, বিষয় কোড ও প্রাপ্ত নম্বরের বৃত্ত ভরাট করে স্বাক্ষর করতে হবে।

ঘ) উত্তরপত্র পরীক্ষণের সময় উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থী কর্তৃক কোনো নকল করার আলামত পাওয়া গেলে যেমন: বাইরে থেকে লেখা খাতা, পাতা সংযোজন, সংযোজিত উত্তরপত্রের পাতার লেখার সঙ্গে মূল উত্তরপত্রের গরমিল ইত্যাদি হলে সেক্ষেত্রে উত্তরপত্র মূল্যায়ন না করে প্রতিবেদনসহ উত্তরপত্র সীলগালা করে বীমাকৃত ডাকযোগে/হাতে হাতে প্যাকেট করে জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর অবশ্যই পৌঁছাতে হবে এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

ঙ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষে আনুষঙ্গিক কাজ ও উত্তরপত্রের OMR অংশের বৃত্ত ভরাটের পর তা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় সীলগালা করে বীমাকৃত ডাকযোগে প্রধান পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

চ) একজন পরীক্ষক সর্বোচ্চ ৩০০টি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারবেন। উত্তরপত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ১ম কিস্তির ১৫০টি উত্তরপত্র এবং শেষ কিস্তিতে অবশিষ্ট সমুদয় উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে পরবর্তী ০৮ (আট) দিনের মধ্যে সীলগালা করে বীমাকৃত ডাকযোগে প্রধান পরীক্ষকের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন। অন্যথায় প্রতিদিন বিলম্বের কারণে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে পরীক্ষকের সম্মানী বিল হতে কর্তন করা হবে। যদি কোনো কারণে কোনো পরীক্ষক উত্তরপত্র প্রেরণে অহেতুক বিলম্ব করেন তা হলে তিনি পরবর্তী ০৩(তিন) বছর কোনো উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারবেন না।

(১৭) ফাজিল স্নাতক (পাস) কোর্সের ব্যবহারিক পরীক্ষা

১৭.১. ব্যবহারিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতি কেন্দ্রে প্রতি বিষয়ে একজন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক ও একজন বহিঃস্থ পরীক্ষক থাকবেন। কোনো কারণে একজন অভ্যন্তরীণ/বহিঃস্থ উভয় পরীক্ষক অনুপস্থিত থাকলে অপর একজন অভ্যন্তরীণ/বহিঃস্থ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ দুইজন পরীক্ষকই অনুপস্থিত থাকলে নিকটবর্তী কোনো মাদরাসা/কলেজ হতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক একজন উপযুক্ত শিক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

১৭.২. ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রে কমপক্ষে ১০ (দশ) জন পরীক্ষার্থী থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত তারিখের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা যাবে না।

১৭.৩. অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ পরীক্ষকগণের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরপত্র/ OMR শীট তৈরি করতে হবে এবং তা যথাসময়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১৭.৪. ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরপত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সীলগালা করে নিরাপদ হেফাজতে ফল প্রকাশের পর ১ (এক) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

১৭.৫. প্রতি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার অনধিক এক সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল উত্তরপত্র, হাজিরাপত্র ও টপশীট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। স্বাক্ষরলিপির মূল কপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাক্ষরলিপির ১ (এক) সেট ফটোকপি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফল প্রকাশের ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

১৭.৬. ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে বহিঃস্থ পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমে কেন্দ্র সম্পর্কে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১৭.৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সকল কেন্দ্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কোনোক্রমেই একজন অনুপস্থিত পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ছাড়া ব্যবহারিক পরীক্ষা দেয়ার কোনো সুযোগ পাবে না।

(১৮) মৌখিক পরীক্ষা

ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

১৮.১. ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ছাত্র-ছাত্রীদের ৪র্থ বর্ষের লিখিত পরীক্ষা শেষে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১৮.২. কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ (এক) বছর মেয়াদি-এর ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা শেষে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১৮.৩. ফাজিল স্নাতক (অনার্স) মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ১ (এক) জন বহিঃস্থ পরীক্ষক ও ২ (দুই) জন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক থাকবেন। মাদরাসার সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক থাকবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিভাগের পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক অথবা ফাজিল স্নাতক (অনার্স) মাদরাসার অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/বিভাগীয় প্রধান/মুফাসসির/মুহাদ্দিস/ফকিহ/আদিব/সহকারী অধ্যাপক বহিঃস্থ পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৪. কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব ও কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ (এক) বছর মেয়াদি পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ০১ (এক) জন বহিঃস্থ পরীক্ষক ও ০২ (দুই) জন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক থাকবেন। বহিঃস্থ পরীক্ষক হিসেবে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক থাকবেন অথবা কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/বিভাগীয় প্রধান/মুহাদ্দিস/ফকিহ/আদিব/সহকারী অধ্যাপক থেকে ০২ (দুই) জন বহিঃস্থ পরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

মাদরাসার উপাধ্যক্ষ/বিভাগীয় প্রধান/সহকারী অধ্যাপক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন। তার অনুপস্থিতিতে বিভাগীয় পরবর্তী সিনিয়র শিক্ষক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.৫. মৌখিক পরীক্ষা শেষে প্রাপ্ত নম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সফটওয়্যারে অনলাইন ইনপুট দিয়ে প্রিন্ট করতে হবে। অতঃপর বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষকগণের যৌথ স্বাক্ষরে ২ (দুই) কপি নম্বরপত্র/OMR শীট প্রস্তুত করতে হবে। নম্বরপত্র যথারীতি সীলগালা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য কেন্দ্রের অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে।

১৮.৬. অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মৌখিক পরীক্ষার নম্বরপত্রের এক কপি সীলগালা করে বীমাকৃত পার্সেলে ডাকযোগে/বাহক মারফত আইসিটি শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পাঠাবেন। নম্বরপত্রের ১ (এক) কপি অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফল প্রকাশের পর ১ (এক) বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।

১৮.৭. মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রের প্রতি বিষয়ের মৌখিক হাজিরাশীট ও টপশীটসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা সমাপ্তির অনধিক এক সপ্তাহের মধ্যে আইসিটি শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে জমা দিতে হবে।

১৮.৮. বহিঃস্থ পরীক্ষকগণ মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা শেষে সরবরাহকৃত ফরমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট কেন্দ্র সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১৮.৯. একজন বহিঃস্থ পরীক্ষক একই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একাধিক বোর্ড গঠন করতে হবে।

(১৯) প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৯.১. একজন প্রধান পরীক্ষক একই পরীক্ষায় কোনো অবস্থাতেই একাধিক বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক হতে পারবেন না। ভুলক্রমে একাধিক নিয়োগপত্র পেলে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর ফেরত পাঠাতে হবে।

১৯.২. চাকরি অথবা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো প্রকার অভিযোগ থাকলে অথবা ইতঃপূর্বে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে অব্যাহতি পেয়ে থাকলে নিয়োগপত্র গ্রহণ না করে পত্র প্রাপ্তির ০২(দুই) দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে ফেরত পাঠাতে হবে।

১৯.৩. প্রধান পরীক্ষক হিসেবে তার অধীনস্থ পরীক্ষকগণের ন্যূনপক্ষে ১০% উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষণ করবেন। পরীক্ষক তালিকাসহ সংযুক্ত ছক 'ক' ও ছক 'খ' পুরণ করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে জমা দিতে হবে।

১৯.৪. প্রধান পরীক্ষকের অধীন পরীক্ষকের কোড নম্বর, পরীক্ষা কোড, বিষয় কোড, উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর সঠিকভাবে লিখে বৃত্ত ভরাটকরণ এবং যথাস্থানে স্বাক্ষরদান সংক্রান্ত যে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা নিরীক্ষক রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন এবং প্রধান পরীক্ষক তা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯.৫. পরীক্ষক কর্তৃক অতিমূল্যায়ন/অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের যথার্থতার জন্য প্রয়োজনবোধে একটি উত্তরপত্রের পূর্ণমানের সর্বোচ্চ ১০% নম্বর কমানো/বাড়ানো যাবে। তবে এ ধরনের পরীক্ষার্থীর একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পাঠাতে হবে।

১৯.৬. প্রধান পরীক্ষক তাঁর আওতাধীন পরীক্ষকগণের নিকট হতে উত্তরপত্র পাওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিরীক্ষণ করে সমুদয় OMR ডাকযোগে/হাতে হাতে আইসিটি শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯.৭. কোনো পরীক্ষকের অধিকাংশ উত্তরপত্র অবমূল্যায়ন/অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রধান পরীক্ষকের নিকট প্রতীয়মান হলে ঐ পরীক্ষকের সকল উত্তরপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমোদনক্রমে অন্য একজন পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করা যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষক অর্ধেক এবং দ্বিতীয় পরীক্ষক পুরো পারিশ্রমিক পাবেন।

১৯.৮. ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর নিরীক্ষক পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের যোগফলে ভুল পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক তা প্রধান পরীক্ষকের দৃষ্টিগোচরে আনবে এবং প্রধান পরীক্ষক সংশোধনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯.৯. পরীক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সমুদয় উত্তরপত্র জমা নিয়ে যথারীতি নিরীক্ষণপূর্বক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে OMR জমা দিতে হবে। অন্যথায় প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ৫০ টাকা হারে প্রধান পরীক্ষকের সম্মানী বিল থেকে কর্তন করা হবে।

১৯.১০. সকল পরীক্ষকের কাজের মান মূল্যায়নপূর্বক একটি বিবরণী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১৯.১১. পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের যোগফলে ভুল পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে প্রধান পরীক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উত্তরপত্রে কোনো প্রশ্নোত্তরে নম্বর প্রদান না করা হলে প্রধান পরীক্ষক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর পরীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৯.১২. নিয়োগপত্র পাওয়ার পর যদি ঠিকানা পরিবর্তন হয় তা হলে তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরকে জানাতে হবে।

১৯.১৩. পরীক্ষকবৃন্দ হতে উত্তরপত্র গ্রহণ করার পর উত্তরপত্রগুলো অতীব যত্নসহকারে নিজ হেফাজতে রাখতে হবে।

১৯.১৪. প্রধান পরীক্ষক তার আওতাধীন সকল পরীক্ষকের উত্তরপত্র ফল প্রকাশ পরবর্তী ১ (এক) বছর পর্যন্ত অবশ্যই সংরক্ষণ করবেন।

১৯.১৫. নিরীক্ষিত উত্তরপত্রের OMR অংশ ছিঁড়ে করোগেটেড বক্সের মধ্যে সাদা কাপড়ে প্যাকেট করে বীমাকৃত পার্সেল যোগে/হাতে হাতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের আইসিটি শাখায় পৌঁছাতে হবে।

১৯.১৬. নির্ভুল বিল প্রদানের স্বার্থে প্রধান পরীক্ষকের নাম, পদবি ও ঠিকানা লিখতে হবে। প্রধান পরীক্ষক এবং তার অধীন সকল পরীক্ষক ও নিরীক্ষকের সম্মানী বিল OMR পৌছানোর সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে। সম্মানী বিলের সাথে পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকের নিয়োগপত্রের ফটোকপি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে জমা দিতে হবে। অন্যথায় সম্মানী বিল পরিশোধ করা হবে না।

১৯.১৭. উত্তরপত্র নিরীক্ষণের জন্য প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক অনধিক ৩০০০ (তিন হাজার) টি উত্তরপত্রের জন্য ০১ (এক) জন নিরীক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন।

১৯.১৮. প্রধান পরীক্ষক যে বিষয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন, সে বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষককেই নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করবেন।

১৯.১৯. প্রধান পরীক্ষককে প্রয়োজনে পরীক্ষক হিসেবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য মনোনীত করা যাবে।

১৯.২০. একাধারে ০৩ (তিন) বার প্রধান পরীক্ষক থাকার পর ৪র্থ বার কেউ প্রধান পরীক্ষক হিসেবে থাকতে পারবেন না।

১৯.২১. প্রধান পরীক্ষক হওয়ার জন্য কমপক্ষে সহকারী অধ্যাপক হওয়া বাঞ্চনীয়।

(২০) নিরীক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নিরীক্ষক প্রধান পরীক্ষককের নির্দেশনা মোতাবেক নিরীক্ষা কাজের জন্য রেজিস্ট্রার খাতায় পরীক্ষকের নাম, ঠিকানা, পদবি, উত্তরপত্রের সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন। পরীক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত উত্তরপত্রগুলো যথাযথভাবে নিরীক্ষা করবেন। নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষক নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

২০.১. পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত সকল নম্বর কভার পৃষ্ঠার নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না।

২০.২. উত্তরপত্রে কোনো অপরীক্ষিত প্রশ্নোত্তর থাকলে, পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বরের যোগফলে ভুল পাওয়া গেলে, কোনো প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন না করা হলে, অতিমূল্যায়ন, অবমূল্যায়ন করা হলে, সেক্ষেত্রে বিষয়টি প্রধান পরীক্ষককে অবহিত করবেন। প্রধান পরীক্ষক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২০.৩. উত্তরপত্রে প্রদত্ত প্রাপ্ত নম্বরের সঠিক যোগফল লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না তা যাচাই করবেন।

২০.৪. সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকের কোড নম্বর, উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর, বিষয় কোড, পরীক্ষা কোড সঠিকভাবে লিখে বৃত্ত ভরাট এবং প্রাপ্ত নম্বর OMR ফরমের নির্ধারিত স্থানে যথাযথভাবে পরীক্ষক কর্তৃক লিপিবদ্ধকরণ এবং সে অনুযায়ী সঠিক বৃত্ত ভরাট হয়েছে কি না যাচাই করবেন।

২০.৫. যে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে নিরীক্ষক তা নিরীক্ষা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং সংশোধনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি প্রধান পরীক্ষকের দৃষ্টিগোচরে আনবেন। প্রধান পরীক্ষক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২০.৬. নিরীক্ষক যে বিষয়ের উত্তরপত্র নিরীক্ষণ করবেন তাকে অবশ্যই সে বিষয়ের শিক্ষক হতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক ব্যতীত অন্য বিষয়ের শিক্ষক নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

(২১) ফলাফল বিন্যাস ও গ্রেড প্রদান

২১.১. GPA ভিত্তিতে ফল প্রকাশ করতে হবে।

২১.২. GPA প্রদানের ক্ষেত্রে দশমিকের পরে ৩ (তিন) অঙ্ক আসলে 'Mathematical Rounding' পদ্ধতিতে ২ (দুই) অঙ্ক হিসেব করতে হবে। অর্থাৎ ৩য় অঙ্ক ৫ (পাঁচ) বা ততোধিক হলে ২য় অঙ্কের সাথে ১ (এক) যোগ করতে হবে। যেমন, GPA ৩.৪৫৫ হলে GPA ৩.৪৬ হিসেব করতে হবে।

২১.৩. পরীক্ষা সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

২১.৪. পরীক্ষার ফলাফল কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হবে।

২১.৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফলাফল প্রস্তুতের টেবুলেশন বই প্রাপ্তির পর ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২১.৬. কোনো পরীক্ষার্থীর তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বমোট নম্বরের সাথে ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) গ্রেস নম্বর যোগ করে ফলাফল নির্ধারণ করা যাবে। উক্ত গ্রেস নম্বর তার বিভাগ/শ্রেণি/GPA অর্জনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। প্রয়োজনে তিনটি বিষয়ে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ০১ (এক) নম্বর করে কো-অর্ডিনেশন নম্বর প্রদানের সুযোগ থাকবে।

২১.৭. কো-অর্ডিনেশন নম্বর প্রদান করলে যেসব পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হবে শুধুমাত্র সেসব পরীক্ষার্থীকে কো-অর্ডিনেশন নম্বর প্রদান করা যাবে। কো-অর্ডিনেশন নম্বর দেয়ার পরও কৃতকার্য হতে পারবে না এমন পরীক্ষার্থীকে কোনো অবস্থাতেই কো-অর্ডিনেশন নম্বর দেয়া যাবে না।

(২২) ফলাফল প্রকাশের নিমিত্ত টেবুলেশন নীতিমালা

২২.১. কোনো পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল নির্ধারণে যাতে ভুল না থাকে সে দিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে।

২২.২. টেবুলেশন বই ৩ (তিন) কপি ছাপাতে হবে এবং ফল প্রকাশের পরপরই দুই কপি টেবুলেশন বই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সরবরাহ করতে হবে। ফলাফল সংশোধনের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর শুধুমাত্র সংশোধিত শীট তৈরি করার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সকল কপিতে স্বাক্ষর করবেন এবং ১ (এক) কপি আইসিটি শাখার নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

২২.৩. **গ্রেড শীট প্রস্তুতকরণ:** গ্রেড শীটে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা লেখাসহ মনোগ্রাম থাকবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য আলাদা গ্রেড শীট তৈরি করতে হবে। গ্রেড শীটে পরীক্ষার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রোলনম্বর, পরীক্ষার্থীর ধরন, সেশন, জিপিএ, ফলাফল উল্লেখ থাকতে হবে। গ্রেড শীটে পরীক্ষার্থীর বিষয় কোড (Subject Code), বিষয়ের নাম (Subject Title), লেটার গ্রেড (LG) এবং গ্রেড পয়েন্ট (GP) উল্লেখ থাকতে হবে। পুনঃপরীক্ষা (Re-take) বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ (Result Publication Date) উল্লেখ থাকবে। গ্রেড শীটের শেষে কিউআর কোড (QR Code) মুদ্রণ থাকবে।

২২.৪. **টেবুলেশন শীট:** প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ফলাফলসহ মাদরাসাভিত্তিক টেবুলেশন শীট প্রস্তুত করতে হবে। টেবুলেশন শীটের ১ম অংশে মাদরাসার নাম, ইআইআইএন (EIIN), পরীক্ষার নাম, মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, কৃতকার্যের সংখ্যা, অকৃতকার্যের সংখ্যা, স্থগিত সংখ্যা, অনুপস্থিতের সংখ্যা, বহিষ্কারের সংখ্যা, ছাত্র সংখ্যা এবং ছাত্রী সংখ্যা উল্লেখ থাকতে হবে। টেবুলেশন শীটের ২য় অংশে গ্রুপভিত্তিক ফলাফলের ঘরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পরীক্ষার্থীর নাম, পরীক্ষার্থীর পিতার নাম, পরীক্ষার্থীর মাতার নাম, লিঙ্গ, কৃতকার্য ও অকৃতকার্য বিষয়সমূহ, পুনঃপরীক্ষা (Re-take) বিষয়সমূহ, ফল এবং জিপিএ (GPA) উল্লেখ থাকবে। কোনো পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত থাকলে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

২২.৫. ফাজিল স্নাতক (পাস) ৩য় বর্ষ, ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষা শেষে সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পত্র (Academic Transcript) ইস্যু করা হবে। এতে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড এবং GPA, CGPA উল্লেখ থাকবে এবং প্রতি গ্রেডের জন্য নির্ধারিত শ্রেণি ব্যাপ্তি (Class Interval) উল্লেখ থাকবে। ফল প্রকাশের

পরপরই মাদরাসা ভিত্তিক টেবুলেশন শীট তৈরি করতে হবে এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মতে টেবুলেশন শীট থেকে শিক্ষার্থীকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

২২.৬. গ্রেড উন্নয়ন এবং অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে আলাদা গ্রেড শীট প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর সমন্বিত গ্রেড শীটে মান-উন্নয়ন (Improvement), পুনঃপরীক্ষা (Re-take) কথাটি উল্লেখ থাকবে।

২২.৭. ফাজিল স্নাতক (পাস) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে (Row Score) লেটার গ্রেডে নিম্নরূপে প্রকাশ করতে হবে।

Numerical Grade	Grade	Letter Grade	Grade Point	Inter Pretation
80% and above	A+	(A Plus)	4.00	Outstanding
75% and less than 80%	A	(A regular)	3.75	Excellent
70% and less than 75%	A-	(A minus)	3.50	Very Good
65% and less than 70%	B+	(B Plus)	3.25	Good
60% and less than 65%	B	(B regular)	3.00	Satisfactory
55% and less than 60%	B-	(B minus)	2.75	Below Satisfactory
50% and less than 55%	C+	(C Plus)	2.50	Average
45% and less than 50%	C	(C regular)	2.25	Below Average
40% and less than 45%	D	(D regular)	2.00	Poor
Less than 40%	F	--	0	Fail

২২.৮. ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে। প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টকে যোগ করে মোট বিষয়ের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে GPA (Grade Point Average) নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জি.পি.এ ৪.০০ ধরে ফল প্রকাশ করতে হবে। যেমন: কোনো পরীক্ষার্থী একটি বিষয়ে প্রাপ্ত পয়েন্ট ৪.০০ অন্যটিতে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ হলে তার জি.পি.এ হবে (৪+৩=৭÷২=) ৩.৫০। ৩ (তিন) পত্রবিশিষ্ট গ্রুপ বিষয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের ৩ (তিন) পত্রের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করার পর গড় নম্বরটি ঐ পত্রের CGPA হিসেবে গণ্য হবে।

২২.৯. (ক) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল (out of 4) ক্ষেত্রে CGPA পদ্ধতিতে প্রস্তুত করতে হবে।

(খ) কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ফলাফল (out of 4) ক্ষেত্রে GPA পদ্ধতিতে প্রস্তুত করতে হবে। অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে লেটার গ্রেডে নিম্নরূপে প্রকাশ করতে হবে:

Numerical Grade	Grade	Letter Grade	Grade Point	Inter Pretation
80% and above	A+	(A Plus)	4.00	Outstanding
75% and less than 80%	A	(A regular)	3.75	Excellent
70% and less than 75%	A-	(A minus)	3.50	Very Good
65% and less than 70%	B+	(B Plus)	3.25	Good
60% and less than 65%	B	(B regular)	3.00	Satisfactory
55% and less than 60%	B-	(B minus)	2.75	Below Satisfactory
50% and less than 55%	C+	(C Plus)	2.50	Average
45% and less than 50%	C	(C regular)	2.25	Below Average
40% and less than 45%	D	(D regular)	2.00	Poor
Less than 40%	F	--	0	Fail

২২.১০. ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষায় ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদানকৃত নম্বরের ব্যবধান ২০% (বিশ শতাংশ) এর কম হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদানকৃত নম্বরের গড় নম্বর প্রদান করতে হবে। গড় নম্বর যদি ভগ্নাংশ হয় তবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী পূর্ণনম্বর বিবেচনা করে ঐ বিষয়ে লেটার গ্রেড অথবা গ্রেড পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। যেমন: একটি বিষয়ে দুই পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বর যথাক্রমে ৭৯+৮০=১৫৯ এর গড় ৭৯.৫০ হয়, সেক্ষেত্রে ৮০ ধরে ঐ বিষয়ে লেটার গ্রেড অথবা গ্রেড পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।

২২.১১. ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষায় ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদানকৃত নম্বরের ব্যবধান ২০% (বিশ শতাংশ) বা ততোধিক হলে ৩য় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করাতে হবে। সেক্ষেত্রে, ১ম, ২য় ও ৩য় পরীক্ষক কর্তৃক প্রদানকৃত নম্বরের সর্বোচ্চ কাছাকাছি নম্বর দুইটির গড় নম্বর প্রদান করতে হবে। যেমন: ১ম, ২য় And less than ৩য় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বর যথাক্রমে ৩০, ৫০, ৭০ হলে ৫০ And less than ৭০ এর গড় নম্বর হিসাব করতে হবে।

২২.১২. ৩য় পরীক্ষকের মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র পাওয়া না গেলে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করা হবে।

২২.১৩. GPA প্রদানের ক্ষেত্রে দশমিকের পরে ৩ (তিন) অঙ্ক আসলে 'Mathematical Rounding' পদ্ধতিতে ২য় অঙ্ক হিসেব করতে হবে। অর্থাৎ ৩য় অঙ্ক ৫ (পাঁচ) বা ততোধিক হলে ২য় অঙ্কের সাথে ১ (এক) যোগ করতে হবে। যেমন, GPA ৩.৪৫৫ হলে GPA ৩.৪৬ হিসেব করতে হবে।

২২.১৪. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ৩য় পরীক্ষক নির্ধারণ করে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ব্যবস্থা করবেন।

২২.১৫. টেবুলেশন শেষে পরীক্ষার্থীর ফল এক বা একাধিক বিষয়ের নম্বরের অভাবে অথবা অন্য যে কোনো কারণে স্থগিত থাকলে সেই পরীক্ষার্থীর স্থগিতের কারণ উল্লেখসহ তিন ফর্দ তালিকা ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সরবরাহ করতে হবে।

২২.১৬. পরিসংখ্যান: ফলাফলের সমন্বিত তালিকা অনুযায়ী একটি পরিসংখ্যান তৈরি করতে হবে। পরিসংখ্যানটি GPA ভিত্তিক হতে হবে।

২২.১৭. সকল জেলার প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ফল প্রেরণের জন্য নির্ধারিত ছকে ফলাফল মুদ্রণ করতে হবে।

২২.১৮. যে সকল পরীক্ষার্থী ফরম পূরণ করে এক বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তাদের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

২২.১৯. যে সেকল শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করেছে কিন্তু পরীক্ষায় ফরম পূরণ করেনি তাদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরবর্তী বছর পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকবে।

২২.২০. টেবুলেশন প্রিন্টিং-এর সময় কতিপয় লক্ষ্যণীয় বিষয়

ক) টেবুলেশন প্রিন্টিংয়ে কোনো পরীক্ষার্থী সকল বিষয়ে অনুপস্থিত থাকলে ফলাফলের ঘরে 'Absent' এবং সর্ব মোট ঘরে 'xxx' দিতে হবে। আংশিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে, যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে সে সকল বিষয়ের নম্বর/গ্রেড লিখতে হবে। অনুপস্থিত বিষয়ের গ্রেডের ঘরে 'x' লিখতে হবে GPA এর ঘরে '0.00 এবং Not Promoted' লিখতে হবে।

খ) পরীক্ষক কর্তৃক Reported পরীক্ষার্থীর সকল তথ্য থাকবে, তবে কোনো গ্রেড মুদ্রণ করা যাবে না। বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত গ্রেডের ঘরে (-) লিখতে হবে। ফলাফলের ঘরে Reported লেখা থাকবে।

গ) কেন্দ্র হতে বহিষ্কারকৃত পরীক্ষার্থীর সকল তথ্য থাকবে, তবে কোনো গ্রেড নম্বর মুদ্রণ করা যাবে না।

ঘ) বিভাগভিত্তিক প্রাপ্ত গ্রেডের ঘরে (-) এবং GPA এর ঘরে 'Expelled' লেখা থাকবে।

ঙ) Withheld পরীক্ষার্থীর সকল তথ্য থাকবে, গ্রেডের ঘরে (-) থাকবে এবং GPA-এর ঘরে 'W' লেখা থাকবে।

চ) কোনো কারণে পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল করা হলে সে পরীক্ষার্থীর সকল তথ্য থাকবে, গ্রেডগুলোর ঘরে 'xxx' থাকবে, সর্বমোট নম্বরের ঘরে 'xxx' থাকবে, ফলাফলের ঘরে Cancelled লেখা থাকবে।

(২৩) পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রকাশ নীতিমালা

২৩.১ ফাজিল স্নাতক (পাস) ১ম বর্ষ

ক) যদি ১ম বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বিষয়ে/পত্রে অনুপস্থিত থাকে/অকৃতকার্য হয় তবে তাকে পরবর্তী বর্ষে উন্নীত (Promotion) হবে। পরীক্ষার্থী যে সকল বিষয়ে অনুপস্থিত থাকবে বা অকৃতকার্য হবে পরবর্তী বছরে (Immediate year) ১ম বর্ষের সাথে শুধুমাত্র সে সকল বিষয়/পত্রসমূহের পরীক্ষা দিতে পারবে।

খ) তিন (০৩) পত্রবিশিষ্ট বিষয়ের সকল পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যদি ২টি পত্রে অকৃতকার্য হয়, কিন্তু ৩টি পত্রে সম্মিলিতভাবে ন্যূনতম D বা তার বেশি গ্রেড পায় তবে তাকে কৃতকার্য ধরা হবে এবং সে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। যদি সকল পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১টি পত্রে কৃতকার্য হয়, কিন্তু ৩টি পত্রে সম্মিলিতভাবে অকৃতকার্য হয় তবে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। সেক্ষেত্রে যে দুই পত্রে অকৃতকার্য হয়েছে পরবর্তী বছরে (Immediate year) ১ম বর্ষের সাথে শুধুমাত্র সেই পত্রদুটির পরীক্ষা দিতে হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২ (দুই) বার পাবে। যদি ০৩ (তিন) পত্রবিশিষ্ট কোন ১/২টি পত্রের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে ৩টি পত্রে সম্মিলিতভাবে কৃতকার্য হলে তবে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে (Immediate year) ১ম বর্ষের সাথে শুধুমাত্র অনুপস্থিত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২ (দুই) বার পাবে।

গ) তিন পত্রবিশিষ্ট গ্রুপ ব্যতীত অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে-
একজন পরীক্ষার্থী যে কোনো বর্ষে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি বিষয়ে অনুপস্থিত থেকে/অকৃতকার্য হয়ে বাকি সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম D বা তার বেশি গ্রেড পেলে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। এক্ষেত্রে উক্ত অনুপস্থিত/অকৃতকার্য বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরবর্তী বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২ (দুই) বার পাবে।

ঘ) যদি ১ম বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি বিষয়ে অনুপস্থিত থাকে/অকৃতকার্য হয় এবং অন্য সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম D বা তার বেশি গ্রেড পায় তবে তাকে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে (Immediate year) ১ম বর্ষের পরীক্ষায় তাকে অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ঐ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে তার ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ঙ) যদি ১ম বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি বিষয়ে অনুপস্থিত থাকে/অকৃতকার্য হয় এবং অন্য সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম D' বা তার বেশি গ্রেড পায় তবে তাকে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) দেয়া যেতে পরে। এক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে (Immediate year) ১ম বর্ষের পরীক্ষায় তাকে অনুত্তীর্ণ বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ঐ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে তার ফলাফল নির্ধারিত হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২ (দুই) বার পাবে।

চ) গড় নম্বর প্রদানঃ কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বর/OMR শীট পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ঐ বিষয়ের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

২৩.২ ফাজিল স্নাতক (পাস) ২য় বর্ষ

ক) যদি ২য় বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি বিষয়ে অনুপস্থিত থাকে/অকৃতকার্য হয় এবং অন্য সকল বিষয়ে কৃতকার্য হলে তবে তাকে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে (Immediate year) ২য় বর্ষের পরীক্ষায় তাকে অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ঐ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে তার ফলাফল নির্ধারিত হবে।

খ) ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরের যে সকল পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার সঙ্গে প্রথম বর্ষের অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বর্ষের বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, সে সকল পরীক্ষার্থী প্রথম বর্ষে পুনঃভর্তি হয়ে প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

গ) **গড় নম্বর প্রদান:** কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বর/OMR শীট পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ঐ বিষয়ের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

২৩.৩ ফাজিল স্নাতক (পাস) ৩য় বর্ষ:

ক) যদি ৩য় বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি বিষয়ে অনুপস্থিত থাকে/অকৃতকার্য হয় এবং অন্যান্য বিষয়ে কৃতকার্য হলে তবে সে পরবর্তী বছর (Immediate year) ৩য় বর্ষের পরীক্ষায় শুধুমাত্র সেই অনুপস্থিত বা অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে। ঐ বিষয়/বিষয়সমূহে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে ফলাফল নির্ধারিত হবে।

খ) ফাজিল স্নাতক (পাস) স্তরের যে সকল পরীক্ষার্থী তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের অকৃতকার্য কোর্সে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বর্ষের কোর্সে অকৃতকার্য হয়েছে, সে সকল পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বর্ষে পুনঃভর্তি হয়ে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে (রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে)।

গ) ৩য় বর্ষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর যদি ২য় বর্ষ পরীক্ষায় রিটেইক থাকে এবং পরীক্ষার্থী সেই রিটেইক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হলে অথবা উক্ত রিটেইক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকে এক্ষেত্রে উক্ত পরীক্ষার্থীর ৩য় বর্ষের পরীক্ষার ফলাফল অকৃকার্য হিসেবে গণ্য হবে। এসকল পরীক্ষার্থী ২য় বর্ষে পুনঃভর্তি হয়ে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

ঘ) ৩য় বর্ষে অংশগ্রহণকৃত প্রত্যেক বিষয়ের ২য় ও ৩য় পত্রের প্রাপ্ত গড় নম্বরের মাধ্যমে সেই বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ও গ্রেড নির্ধারিত হবে।

ঙ) ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী যদি ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকে অথবা শতকরা ৪০ এর নিচে পায় সেই বিষয়ের ফলাফল অকৃতকার্য হিসেবে গণ্য হবে।

চ) ব্যবহারিক পরীক্ষায় শতকরা ৪০ নম্বর (D গ্রেড) পেতে হবে।

ছ) ফাজিল স্নাতক (পাস) ৩য় বর্ষের চূড়ান্ত ফলাফল CGPA পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে।

জ) **গড় নম্বর প্রদান :** কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বরপত্র/OMR শীট পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গড় করে গড় নম্বর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

ঝ) **ফলাফল স্থগিত করণ:**

১. কোন পরীক্ষার্থীর তথ্যে গরমিল এবং ফলাফল প্রদানে কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে উক্ত পরীক্ষার্থীর ফলাফল সাময়িকভাবে স্থগিত (Withheld) রাখা যেতে পারে এবং এর কারণসহ একটি তালিকা ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সরবরাহ করা হবে।

২. যদি ৩য় বর্ষে কোন পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি বিষয়ে অনুপস্থিত থাকে/অকৃতকার্য হয় তবে তার ফলাফল স্থগিত থাকবে। উক্ত পরীক্ষার্থী পরবর্তী বছরে (Immediate year) ৩য় বর্ষের পরীক্ষায় শুধুমাত্র সেই অনুপস্থিত/অকৃতকার্য বিষয়ের/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩. স্থগিত ফলাফলে পুনঃপরীক্ষা (Retake) সংক্রান্ত কোন বিষয় থাকলে উক্ত Retake কোর্স কোড উল্লেখ করতে হবে।

২৩.৪ মান-উন্নয়ন পরীক্ষা ফাজিল স্নাতক (পাস), ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) ২ বছর মেয়াদি:

ক) একজন পরীক্ষার্থী ১ম বর্ষের/পর্বের ফলাফলের গ্রেড উন্নয়ন করতে চাইলে যারা গ্রেড পয়েন্ট জিপিএ-৪ এর মধ্যে ৩.০০-এর কম পেয়েছে তারা পরবর্তী বছরের (Immediate year) ১ম বর্ষের সাথে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী শুধুমাত্র একবারই পাবে।

খ) একজন পরীক্ষার্থী ২য় বর্ষের/পর্বের ফলাফলের গ্রেড উন্নয়ন করতে চাইলে যারা জিপিএ-৪ এর মধ্যে ৩.০০-এর কম পেয়েছে তারা পরবর্তী বছরের (Immediate year) ২য় বর্ষের সাথে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী শুধুমাত্র একবারই পাবে।

গ) একজন পরীক্ষার্থী ৩য় বর্ষের ফলাফলের গ্রেড উন্নয়ন করতে চাইলে যারা জিপিএ-৪ এর মধ্যে ৩.০০-এর মধ্যে কম পেয়েছে তারা পরবর্তী বছরের (Immediate year) ৩য় বর্ষের সাথে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী শুধুমাত্র একবারই পাবে।

২৩.৫ ফাজিল স্নাতক (অনার্স) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি:

ক) কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বর/OMR শীট পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ঐ বিষয়ের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

খ) ১ম পরীক্ষক/২য় পরীক্ষক/৩য় পরীক্ষকের OMR, নম্বরপত্র ও উত্তরপত্র পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে যে কোনো ২ (দুই) জন পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করে ফল প্রকাশ করতে হবে।

গ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ১ম বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিনটি বিষয়ে অনুপস্থিত থেকে অকৃতকার্য হয়ে অন্যান্য সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম D বা তার বেশি গ্রেড পেলে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। এক্ষেত্রে উক্ত পরীক্ষার্থী পরবর্তী বছরে (Immediate year) ১ম বর্ষের পরীক্ষায় শুধুমাত্র সেই অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে। ঐ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে তার ফলাফল নির্ধারিত হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২ (দুই) বার পাবে। তবে ১ম বর্ষের ফরম পূরণ না করে পরবর্তী বর্ষের পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে না।

২৩.৬ ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ২য় বর্ষ :

ক) ২য় বর্ষ থেকে ৩য় বর্ষে উত্তীর্ণ হতে ন্যূনতম GPA ২.০০ পেতে হবে।

খ) কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বর/OMR শীট পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ঐ বিষয়ের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

গ) ১ম পরীক্ষক/২য় পরীক্ষক/৩য় পরীক্ষকের OMR, নম্বরপত্র ও উত্তরপত্র পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে যে কোনো ২ (দুই) জন পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করে ফল প্রকাশ করতে হবে।

ঘ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ২য় বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি বিষয়ে অনুপস্থিত থেকে/অকৃতকার্য হয়ে অন্যান্য সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম D বা তার বেশি গ্রেড পেলে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। এক্ষেত্রে উক্ত পরীক্ষার্থী পরবর্তী বছরে (Immediate year) ২য় বর্ষের পরীক্ষায় শুধুমাত্র সেই অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে। ঐ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে তার ফলাফল নির্ধারিত হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২ (দুই) বার পাবে। তবে ২য় বর্ষের ফরম পূরণ না করে পরবর্তী বর্ষের পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে না।

ঙ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরের যে সকল পরীক্ষার্থী ২য় বর্ষের পরীক্ষার সঙ্গে প্রথম বর্ষের অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বর্ষের বিষয়ে অকৃতকার্য হলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরবর্তী বছর ও ৪র্থ (বিশেষ) বছরের ফলাফল প্রকাশের পর একাধিকবার সুযোগ পাবে।

২৩.৭ ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ৩য় বর্ষ:

ক) ৩য় বর্ষ থেকে ৪র্থ বর্ষে উত্তীর্ণ হতে ন্যূনতম CGPA ২.০০ পেতে হবে।

খ) কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বর/OMR শীট পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ঐ বিষয়ের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

গ) ১ম পরীক্ষক/২য় পরীক্ষক/৩য় পরীক্ষকের OMR, নম্বরপত্র ও উত্তরপত্র পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে যে কোনো ২ (দুই) জন পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করে ফল প্রকাশ করতে পারবে।

ঘ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ৩য় বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩ (তিন) টি বিষয়ে অনুপস্থিত থেকে/অকৃতকার্য হয়ে অন্যান্য সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম D বা তার বেশি গ্রেড পেলে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। এক্ষেত্রে উক্ত পরীক্ষার্থী পরবর্তী বছরে (Immediate year) ৩য় বর্ষের পরীক্ষায় শুধুমাত্র সেই অনুত্তীর্ণ বিষয়ে/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে। ঐ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে তার ফলাফল নির্ধারিত হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২ (দুই) বার পাবে। তবে ৩য় বর্ষের ফরম পূরণ না করে পরবর্তী বর্ষের পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে না।

ঙ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরের যে সকল পরীক্ষার্থী তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার সঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের অকৃতকার্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বর্ষের বিষয়ে অকৃতকার্য হলে সে সকল পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২৩.৮ ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ:

ক) কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বর/OMR শীট/এসাইনমেন্ট/টিউটোরিয়াল/মৌখিক পরীক্ষার নম্বর পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ঐ বিষয়ের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

খ) ৩য় পরীক্ষকের মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র Missing অথবা মূল্যায়নকৃত নম্বর পাওয়া না গেলে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করা হবে।

গ) ১ম পরীক্ষক/২য় পরীক্ষক/৩য় পরীক্ষকের OMR, নম্বরপত্র ও উত্তরপত্র পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে যে কোনো ২ (দুই) জন পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করে ফল প্রকাশ করতে পারবে।

ঘ) কোনো পরীক্ষার্থী ৪র্থ বর্ষে মৌখিক পরীক্ষায় (Incomplete) অথবা পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী বছরে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী কেবল একবারই পাবে।

ঙ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) ৪র্থ বর্ষে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে অনুপস্থিত থাকলে/অকৃতকার্য হলে তার ফলাফলে Incomplete প্রদর্শিত হবে। তাকে পরবর্তী বছরে (Immediate Year) ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষায় শুধুমাত্র সেই অনুত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অনুমতি দেয়া যাবে। ঐ বিষয়ে/বিষয়সমূহে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে তার ফলাফল নির্ধারিত হবে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২বার অংশগ্রহণ করতে পারবে।

চ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স) স্তরের যে সকল পরীক্ষার্থী ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষার সঙ্গে ৩য় বর্ষের রিটেইক দিয়ে আবার অকৃতকার্য হলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরবর্তী বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

ছ) **ফলাফল স্থগিতকরণ (Withheld):**
কোনো পরীক্ষার্থীর তথ্যে গরমিল এবং ফলাফল প্রদানে কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিলে উক্ত পরীক্ষার্থীর ফলাফল সাময়িকভাবে স্থগিত (Withheld) রাখা যেতে পারে এবং এর কারণসহ একটি তালিকা ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সরবরাহ করতে হবে।

জ) ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রেড উন্নয়নের জন্য মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।

২৩.৯ কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব:

ক) কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্বে কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ দুটি (০২) বিষয়ে অনুপস্থিত থেকে/অকৃতকার্য হয়ে অন্যান্য সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম D বা তার বেশি গ্রেড পেলে পরবর্তী বর্ষে প্রমোশন (Promotion) পাবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে (Immediate Year) উক্ত অনুপস্থিত বিষয়ে ১ম পর্বের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২বার পাবে। তবে ১ম পর্বের ফরম পূরণ না করে পরবর্তী পর্বের পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে না।

খ) কামিল ২য় পর্বের কোনো পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ দুই (০২) বিষয়ে অনুপস্থিত থাকলে/অকৃতকার্য হলে পরবর্তী বছর (Immediate Year) ২য় পর্বের পরীক্ষায় শুধুমাত্র সেই অনুপস্থিত বা অনুত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে। ঐ বিষয়/বিষয়সমূহে প্রাপ্ত নম্বর পূর্বে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের মোট নম্বরের সাথে যোগ করে ফলাফল নির্ধারিত হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২বার পাবে।

গ) ৩য় পরীক্ষকের মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র Missing অথবা মূল্যায়নকৃত OMR নম্বর পাওয়া না গেলে ১ম ও ২য় পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করা হবে।

ঘ) ১ম পরীক্ষক/২য় পরীক্ষক/৩য় পরীক্ষকের OMR, নম্বরপত্র ও উত্তরপত্র পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে যে কোনো ২ (দুই) জন পরীক্ষকের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বরটি গ্রহণ করে ফল প্রকাশ করতে হবে।

ঙ) টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষায় আলাদাভাবে কৃতকার্য হতে হবে।

চ) যে সকল পরীক্ষার্থী টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার একটিতে অংশগ্রহণ এবং অন্যটিতে অনুপস্থিত থাকবে পরবর্তী বছরে (Immediate Year) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে টিউটোরিয়াল/মৌখিক পরীক্ষায় সে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত (Withheld) থাকবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২বার পাবে।

ছ) যে সকল পরীক্ষার্থী টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার উভয়টিতে অথবা অন্য যে কোনো ২টি বিষয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে/অকৃতকার্য হবে তাদের ফলাফলে তার Incomplete প্রদর্শিত হবে। পরীক্ষার্থী পরবর্তী বছর (Immediate Year) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২বার পাবে।

জ) যে সকল পরীক্ষার্থী কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্বে দুয়ের অধিক বিষয়ে Incomplete পাবে অথবা অনুপস্থিত থাকবে তারা কামিল ২য় পর্বে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। তাদের ফলাফল হবে Not Promoted. তবে দুই/দুয়ের কম বিষয়ে অনুপস্থিত/অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী ২য় পর্বে প্রমোশন (Promotion) পাবে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছর (Immediate Year) উক্ত অনুপস্থিত/অনুত্তীর্ণ বিষয়ে ১ম পর্বের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২বার পাবে। তবে ১ম পর্বের ফরম পূরণ না করে ২য় পর্বের পরীক্ষার ফরম পূরণ করা যাবে না।

ঝ) যে সকল পরীক্ষার্থী কামিল (স্নাতকোত্তর) ২য় পর্বে দুয়ের অধিক বিষয়ে Incomplete অথবা দুয়ের অধিক বিষয়ে অনুপস্থিত থাকবে তাদের ফলাফলে Incomplete প্রদর্শিত হবে। পরবর্তী বছর (Immediate Year) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে এবং তাকে ২য় পর্বের সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হতে হবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরপর ২বার পাবে।

ঞ) ২য় পর্বে পরীক্ষার গ্রেড উন্নয়নের জন্য মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ পাবে না।

ট) গড় নম্বর প্রদান: কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নকৃত নম্বর/OMR শীট পাওয়া না গেলে ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য বিষয়ে প্রাপ্ত গড় নম্বরটিই উক্ত কোর্সের প্রাপ্ত নম্বর হিসেবে বিবেচ্য হবে।

২৩.১০ কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি

ক) কোনো পরীক্ষার্থী কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যদি ২.০০ অথবা তার অধিক GPA অর্জন করে এবং ৩২ ক্রেডিট সম্পূর্ণ করে, তবে সে পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট কৃতকার্য বলে গণ্য হবে। যদি পরীক্ষার্থী ২.০০ অথবা তার অধিক GPA অর্জন করে কিন্তু ৩২ ক্রেডিট সম্পন্ন করতে না পারে, তবে সে পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট অকৃতকার্য (Incomplete) বলে গণ্য হবে। তবে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরীক্ষার্থী "Incomplete" কোর্সগুলোর রিটেইক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) কোনো পরীক্ষার্থী (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যদি ২.০০-এর কম GPA অর্জন করে তবে সে অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে এবং তাকে পুনরায় ফরম পূরণ করে সকল কোর্সের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

গ) কোনো পরীক্ষার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে অথবা অকৃতকার্য হলে পরবর্তী (Immediate Year) বছরের পরীক্ষার সাথে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এই সুযোগ পরীক্ষার্থী একবারই পাবে।

ঘ) টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষায় আলাদাভাবে কৃতকার্য হতে হবে।

ঙ) যে সকল পরীক্ষার্থী টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষার একটিতে অংশগ্রহণ অন্যটিতে অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী বছরে (Immediate Year) একটি টিউটোরিয়াল/মৌখিক পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত (Withheld) থাকবে। এ সুযোগ পরীক্ষার্থী একবারই পাবে।

চ) যে সকল পরীক্ষার্থী টিউটোরিয়ল ও মৌখিক পরীক্ষার উভয়টিতে অথবা অন্য যে কোনো ১টি বিষয়ের পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে তার ফলাফলে Incomplete প্রদর্শিতসহ ফলাফল প্রকাশিত হবে। পরীক্ষার্থী পরবর্তী বছর (Immediate Year) রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে।

ছ) গড় নম্বর প্রদান: কোনো পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র/নম্বরপত্র/OMR শীট/টিউটোরিয়াল/মৌখিক পরীক্ষার নম্বর পাওয়া না গেলে তার ফলাফল স্থগিত থাকবে। তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষার্থীর অন্যান্য পত্রে প্রাপ্ত নম্বরের গড় ঐ বিষয়ের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

(২৪) ফলাফলে আপত্তি, স্থগিতকরণ ও বাতিল

২৪.১ ভাইস-চ্যান্সেলর এর অনুমোদনক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফল প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৪.২ ফলাফল সম্পর্কে আপত্তি: প্রকাশিত পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকলে সে সম্পর্কে ফলাফল প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফিসহ লিখিতভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো প্রকার আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না।

২৪.৩ পরীক্ষার ফল প্রকাশে কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে সমস্যা নিরসন করবেন।

২৪.৪ ফলাফল স্থগিতকরণ (Withheld): একজন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখা যাবে যদি-

ক) তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকে অথবা তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ চূড়ান্ত না হয়ে থাকে।

খ) তার কোনো বিষয়ের OMR/টিউটোরিয়াল/মৌখিক পরীক্ষার নম্বরপত্র পাওয়া না গেলে।

গ) পরীক্ষার্থীর তথ্যে গরমিল এবং ফলাফল প্রদানে কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিলে উক্ত পরীক্ষার্থীর ফলাফল সাময়িকভাবে স্থগিত (Withheld) রাখা যাবে।

ঘ) পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিতের কারণসহ একটি তালিকা ফল প্রকাশের সাথে সাথে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সংরক্ষণ করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফল প্রকাশের তারিখ থেকে পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে স্থগিত (Withheld) ফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৪.৫ পরীক্ষার ফল বাতিল

একজন পরীক্ষার্থীর ফলাফল বাতিল ঘোষিত হবে, যদি-

ক) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত 'শৃঙ্খলা কমিটি' পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য পরীক্ষার্থীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তার পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

খ) ফলাফল চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইতে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে এবং পরীক্ষার্থী তার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে অকৃতকার্য বিবেচিত হয়;

গ) ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অবৈধ পন্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায় এবং তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়;

ঘ) পরীক্ষার্থী কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন নম্বর/রোল নম্বর লিখতে ভুল হলে;

ঙ) অন্য কোনো যৌক্তিক কারণ থাকলে।

(২৫) উত্তরপত্র পুন:নিরীক্ষণ

ক) ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষা

ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে একজন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অনুকূলে নির্ধারিত ফি ব্যাংকে জমাদানপূর্বক এক বা একাধিক বিষয়ের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর অনলাইন/ডাকযোগে আবেদন করতে পারবে। ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পুন:নিরীক্ষিত ফলাফল প্রকাশ করবে এবং সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের তা অবগত করার ব্যবস্থা করবেন।

খ) ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষা-

ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষায় উত্তরপত্র ১ম ও ২য় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়। ১ম ও ২য় পরীক্ষকের প্রদানকৃত নম্বরের ব্যবধান ২০% বা ততোধিক হলে ৩য় পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। সেক্ষেত্রে ১ম, ২য় ও ৩য় পরীক্ষকের প্রদানকৃত নম্বরের সর্বোচ্চ কাছাকাছি নম্বর দুইটির গড় নম্বর প্রদান করে ফলাফল প্রকাশ করা হয় বিধায় উল্লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

(২৬) পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

পরীক্ষার্থীর নিম্নবর্ণিত কার্যকলাপ/অসদুপায় অবলম্বনকে পরীক্ষা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে:

২৬.১ পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ:

ক) পরীক্ষার কক্ষে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ ও কথাবার্তা বললে;

খ) পরীক্ষা কক্ষে ধূমপান করলে;

গ) উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রত্যবেক্ষকের স্বাক্ষর না থাকলে;

ঘ) দূষণীয় কাগজপত্র/মোবাইল/ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস সঙ্গে রাখলে;

ঙ) দূষণীয় কাগজপত্র বা মোবাইল/ইলেট্রনিক্স ডিভাইস হতে নকল করলে;

চ) ডেস্ক, বেঞ্চ, কাপড়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ব্লাকবোর্ড ও দেওয়ালে কিছু লিখলে এবং সেখান থেকে নকল করলে;

ছ) রোল নম্বর পরিবর্তন/পরস্পর বিনিময় করলে;

জ) পরীক্ষার হলে পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত প্রত্যবেক্ষক প্রত্যবেক্ষক/কর্তব্যরত ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি, গালাগাল করলে, তার সাথে অসদাচরণ করলে বা তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করলে;

ঝ) সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি, গোলযোগ সৃষ্টি, অন্যকে পরীক্ষা গ্রহণে বাধা প্রদান করলে অথবা অন্য পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল ত্যাগ করতে উস্কানি দিলে বা বাধ্য করলে;

ঞ) পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষার হলে বা বাইরে লাঞ্ছিত করলে বা লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করলে;

ট) পরীক্ষার হল হতে উত্তরপত্র বাইরে পাচার করলে বা বাইরে থেকে লিখে এনে সংযোজন করলে অথবা উত্তরপত্রে দুই হাতের লেখা থাকলে;

ঠ) পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট স্থানের পরিবর্তে অবৈধভাবে অন্য স্থানে আসন গ্রহণ করলে;

ড) উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা পরিবর্তন করলে;

ঢ) উত্তরপত্রে পরীক্ষার সাথে সম্পর্ক বিবর্জিত আপত্তিজনক কিছু লিখলে, অযৌক্তিক মন্তব্য করলে অথবা উত্তরপত্রের মধ্যে টাকা রাখলে;

ণ) প্রত্যবেক্ষকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষার হল ত্যাগ করলে, প্রত্যবেক্ষক কর্তৃক চাহিবা মাত্র দূষণীয় কাগজপত্র না দিয়ে তা নাগালের বাইরে ফেলে দিলে বা ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলে বা গিলে ফেললে;

ত) উত্তরপত্র বিনষ্ট করলে, ছিঁড়ে ফেললে, দূষণীয় কাগজপত্র/দ্রব্যাদি এবং উত্তরপত্র ও প্রবেশ পত্র প্রভৃতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানালে বা বাধার সৃষ্টি করলে;

থ) মিথ্যা পরিচয় প্রদান করে অবৈধভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে;

দ) মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শনপূর্বক বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করলে বা সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করলেঃ

ধ) প্রশ্নপত্রে উত্তর লিখলে যা প্রশ্নপত্রে অবৈধভাবে লেখা উত্তর হতে নকল করলে;

ন) পরীক্ষা কেন্দ্রের আসবাবপত্র ভাঙচুর করলে বা অগ্নিসংযোগ করলে অথবা পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তার গাড়ির ক্ষতিসাধন করলে;

প) পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার হলে, কেন্দ্র চত্বরে বা এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা অথবা পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে দৈহিক আক্রমণ/প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে।

২৬.২ শাস্তিমূলক ব্যবস্থাঃ

অপরাধ	শাস্তি
অপরাধ নম্বর (ক):	নির্দিষ্ট পত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।
অপরাধ নম্বর (খ):	নির্দিষ্ট পত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।
অপরাধ নম্বর (গ):	নির্দিষ্ট পত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।
অপরাধ নম্বর (ঘ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে।
অপরাধ নম্বর (ঙ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (চ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ছ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী দুই বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (জ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী দুই বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ঝ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী তিন বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ঞ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী তিন বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ট):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী তিন বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ঠ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী দুই বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ড):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী তিন বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ঢ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী তিন বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ণ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী তিন বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ত):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী তিন বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (থ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী দুই বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (দ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী দুই বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ধ):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (ন):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী তিন বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
অপরাধ নম্বর (প):	সংশ্লিষ্ট বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী চার বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

২৬.৩ পরীক্ষার্থীর কোনো অপরাধ উক্ত নিয়মের আওতায় না পড়লে শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশক্রমে এবং অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে একাডেমিক কাউন্সিল যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২৬.৪ কোনো পরীক্ষার্থীর ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল করা হলে পরবর্তী পত্রের/বিষয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই পরীক্ষার্থীকে জানিয়ে দিতে হবে।

২৬.৫ বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী উত্তরপত্র এবং প্রবেশপত্র রিপোর্টের সাথে সীলমোহরকৃত রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পাঠাতে হবে এবং পাঠাবার পূর্বে উত্তরপত্রের নকল করা অংশ লাল কালিতে চিহ্নিত করে দিতে হবে।

২৬.৬ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে 'কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না' এ মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য ৭ (সাত) কর্মদিবস সময় দিয়ে নোটিশ প্রেরণ করবেন।

(২৭) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও পরীক্ষকের অপরাধ ও শৃঙ্খলা কমিটি

ক) পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্টদের অপরাধ

পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিভিন্ন অপরাধ সংঘঠিত হলে শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনাপূর্বক যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

খ) পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, ১ম, ২য় ও ৩য় পরীক্ষকের অপরাধ

ফাজিল স্নাতক (পাস) পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক ও নিরীক্ষক এবং ফাজিল স্নাতক (অনার্স), কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম ও ২য় পর্ব, কামিল (স্নাতকোত্তর) মাস্টার্স ১ বছর মেয়াদি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় পরীক্ষক কর্তৃক বিভিন্ন অপরাধ সংঘঠিত হলে শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে শৃঙ্খলা কমিটি যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

গ) শৃঙ্খলা কমিটিঃ

পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, কেন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রত্যবেক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের কোনো অপরাধ উপরিউক্ত শাস্তির আওতায় না পড়লে পরীক্ষা সংক্রান্ত শৃঙ্খলা কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে শৃঙ্খলা কমিটি গঠিত হবে:

১.	ভাইস চ্যান্সেলর	সভাপতি
২.	প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (সকল)	সদস্য
৩.	ট্রেজারার	সদস্য
৪.	ডিন (সকল)	সদস্য
৫.	রেজিস্ট্রার	সদস্য
৬.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব
৭.	অধিভুক্ত কামিল/মাস্টার্স মাদরাসা হতে ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হবেন)	সদস্য
৮.	অধিভুক্ত ফাজিল মাদরাসা হতে ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হবেন)	সদস্য
৯.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপকের নিচে নয়) ২ (দুই) জন (ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হবেন)	সদস্য
১০.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা (সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/পদমর্যাদার নিচে নয়) ২ (দুই) জন (ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক দুই বছরের জন্য মনোনীত হবেন)	সদস্য

(২৮) পরীক্ষার ফি ও বিভিন্ন সম্মানী

ক) পরীক্ষার ফিঃ

সকল পরীক্ষার ফি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে অর্থ কমিটি সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করবেন।

খ) পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব-পালনের পারিশ্রমিক/ভাতা/সম্মানী

পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্ন মডারেশন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, মৌখিক পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং কেন্দ্র পরিদর্শনসহ যাবতীয় সম্মানী অর্থ কমিটি সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করবেন।

(২৯) বিধি সংশোধন

ক) বিধি দ্বারা সংশ্লিষ্ট মাদরাসার পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে ভাইস-চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

খ) একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এ বিধির যে কোনো ধরনের সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।